৩০ শে আগষ্ট, ২০০৭

(খোলা চিঠি)

সমীপেষু
সভাপতি, একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া

জনাব সভাপতি,

সবিনয় নিবেদন এই যে, বিগত ২০ শে আগষ্ট ২০০৬ অনুষ্ঠিত সাধারন সভার নির্বাচনের মাধ্যমে আপনি একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া ইন্‌ক এর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ আপনাকে যাবতীয় দায়ীত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। সাধারন সভার পর পরই সংগঠনের বেশ কিছু অগঠনতান্ত্রিক ও অগনতান্ত্রিক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সংগঠনের স্বার্থে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ২৫/৮/০৬ তাং এ লিখিত ভাবে অনুরোধ জানাই। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় উত্থাপিত বিষয় সম্পর্কে আদৌ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে অদ্যাবধি আমি অবগত হই নাই। বরং সভাপতির দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার পর থেকে সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি হিসাবে, বা তার পূর্বে সুদীর্ঘ চার বছর সহ–সভাপতি হিসাবে, বা সংগঠনের একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে, অথবা একুশপ্রেমী একজন নূনঃতম বাংলাদেশী হিসেবেও একুশে একাডেমীর পক্ষ থেকে সৌজন্য মূলক সাংগঠনিক যোগাযোগ থেকেও আমি বঞ্চিত। সংস্কৃতি লালনকারী অথবা নতুন প্রজন্মকে সত্য ও প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা/প্রশিক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কোন ব্যক্তি বা প্রতিস্ঠানের কাছে এধরণের পদক্ষেপ কোন অবস্থায়ই কাম্য হতে পারে না। ইতিহাস সৃষ্টিকারী একুশে একাডেমীর মত একটি ব্যতিক্রমী সংগঠনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মকান্ড আত্মঘাতী পর্যায়ের সামিল বলে আমি মনে করি।

অতীত বা প্রকৃত ইতিহাসকে অটুট, সত্য ও স্বচ্চতায় সংরক্ষণের জন্য আমাদের সবচাইতে বেশী প্রয়োজন কঠিনতম বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কর্ম/অর্জনের অবিকৃত স্বীকৃতি বা ধীক্কার প্রদানে প্রতিশ্রুতিশীল হওয়া। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সকল বাঙ্গালীর মতই আমি এখনও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়ার একুশে চেতনা লালন ও সংরক্ষণে নেয়া/দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে, একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া কর্ত্তৃক গৃহীত যে সকল ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ স্থানীয় ও সারা বিশ্বের বাঙ্গালীসহ সকল মাতৃভাষা প্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং একুশের চেতনাকে সকল ভাষাভাষির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনে তড়িৎ উৎসাহিত করেছে, সে সকল পদক্ষেপ সমুহ বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অবহেলিত। এ প্রসঙ্গে ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ’’-র চারদিকে পরিকল্পনা মোতাবেক ঘেড়া ও তথ্য ফলক স্থাপন, ‘‘একুশে কর্ণার এট্ পাবলিক লাইব্রেরীর’’ ট্রায়াল প্রজেক্টের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও তার প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ, এবং ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’’ অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারী কে অষ্ট্রেলিয়ায় সরকারী ভাবে উদ্‌যাপনের জন্য অর্জিত অগ্রগতিকে

তরান্বিত করার কর্মতৎপরতায় একুশে একাডেমীর স্থবিরতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার জানামতে উল্লেখিত বিষয় সমুহ নিয়ে দীর্ঘ এক বছরে বিন্দুমাত্র অগ্রগতি অর্জিত হয় নাই। আমাদের সকলের মনে রাখা প্রয়োজন মিশুক প্রকাশনা ও একুশে বই মেলা পরিষদ অষ্ট্রেলিয়া থেকে একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়ায় উত্তরণ এবং তদ্‌পরবর্তি কালের সামগ্রীক অর্জন কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়। সকল অর্জন একুশের চেতনা ভিত্তিক এবং প্রবাসে বাঙ্গালী সংস্কৃতি/ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণের স্বার্থে নিবেদিত বলে আমি এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। অথচ সংগঠনের ঈর্ষণীয় অগ্রযাত্রায় বর্তমান স্থবিরতা সংগঠনের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সাধারনের মনে গভীর সংশয় ও বিতর্কের সূত্রপাত ঘটানোর ক্ষেত্র তৈরীতে বিশেষ সহায়ক ভুমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া কর্ত্তৃক পৃথিবীর প্রথম ঐতিহাসিক ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ’’ র উদ্বোধন এবং একই দিনে বি বি সি কর্তৃক একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়ার তৎকালীন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের এই আন্দোলনের তাৎপর্য বিষয়ক প্রশ্নোত্তর সম্প্রচার সকল প্রবাসী বাঙ্গালীকে একুশের চেতনা লালন ও সম্প্রচারের প্রেরণায় নতুন মাত্রা যুগিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের সর্বত্র সকল ভাষাভাষীদের সমন্বয়ে ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’’ উদ্‌যাপন এবং ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ’’ বিনির্মানের নতুন ধারার সুচনা হয়েছে। কানাডার ‘ভ্যানকুবার’ ও ‘টরেন্টো’ নগরীর প্রতিটিতে একটি করে দুটি স্মৃতিসৌধ নির্মানের কাজ এগিয়ে চলেছে। এমতাবস্থায় একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়ার স্থিতাবস্থায় অবস্থান চরম হতাশা ব্যঞ্জক। আমার স্থির বিশ্বাষ একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া’র ২০০৪–২০০৬ কার্যকরী কমিটি বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষা সংরক্ষণের যে আন্দোলনের সুচনা করেছে, তা সভ্য মানব সমাজের প্রয়োজনে আবহ কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ চলমান ধারায় একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়ার সম্পৃক্ততা অতীতের মত মুখ্য বলে বর্তমান কমিটির কাছে বিবেচিত না হলেও এ’ধরনের বিচ্যুতি কোন একুশপ্রেমীর কাম্য নয়।

আমি মনে করি একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া স্বীয় সৃষ্ট ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না থেকে অতীতের মত সক্রিয়ভাবে প্রবাসে একুশের চেতনা লালন, সংরক্ষণ ও সম্প্রচারে প্রতিনিধিত্ব অক্ষুন্ন রাখবে।

ধন্যবাদান্তে–

নির্মল পাল
প্রাক্তন সভাপতি
একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া ইন্‌ক
সিডনি, অষ্ট্রেলিয়া।